তারিখ 13 APR 2013
৫/৭

প্রথম আলো

শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ ও আবাসন সংকট প্রকট

ময়মনসিংহের নামীদামি কলেজের বেহাল অবস্থা

নিয়ামুল কবীর সজল, ময়মনসিংহ

জেলার একমাত্র সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয় ঐতিহ্যবাহী মুমিনুন্নিছা মহিলা কলেজে উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, অনার্স ও মাস্টার্সে অর্থনীতি বিষয়ে ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৭০০। এ বিভাগে শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র এক জন। একইভাবে ইংরেজি বিষয়ে ছাত্রী প্রায় দেড় হাজার। শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র দু জন। সরকারি আনন্দমোহন কলেজে অনার্স মাস্টার্সসহ সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষক মাত্র দু জন। ইসলামী শিক্ষায় মাত্র এক জন। ভূগোল বিভাগে রয়েছেন মাত্র চার জন শিক্ষক।

ময়মনসিংহের প্রতিষ্ঠিত দুটি সরকারি কলেজের শিক্ষক সংকটের চিত্র আজ এমনই। নামীদামি কলেজ দুটোরই এ অবস্থা দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রকৃত চিত্র। এ শহরে ছেলেদের জন্য সরকারি কোনো উচ্চমাধ্যমিক কলেজ নেই। অনেকদিন পরে শিক্ষানগরী নামে ময়মনসিংহের নীর কপালে যে একটি গৌরবের টিপ পড়েছিল, তার বাইরের রূপ যতই উজ্জ্বল হোক, ভেতরে তাকালে অবস্থাটা বুঝে নিতে খুব বেশি সময় লাগে না। শুধু শিক্ষক সংকট নয়, শ্রেণীকক্ষের সংকট, অপ্রতুল আবাসন ব্যবস্থা, কর্মচারী সংকটসহ বিভিন্নমুখী সমস্যায় জর্জরিত আজ ময়মনসিংহের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো।

আনন্দমোহন কলেজে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ কলেজে বর্তমানে ১৮টি বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালু আছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী যেসব কলেজে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালু আছে, সেসব বিষয়ে ১২ জন করে শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু আনন্দমোহন কলেজের অনেক বিভাগেই শিক্ষক সংকট প্রকট। বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষা, সমাজবিজ্ঞান, ভূগোল, সমাজকল্যাণ, দর্শন বিভাগে শিক্ষক সংকট এক কথায় ভয়াবহ। কয়েকটি বিভাগে প্রয়োজনীয় পদই সৃষ্টি হয়নি।

কলেজে শ্রেণীকক্ষের সংখ্যাও অপ্রতুল। শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতার কারণে অনেক সময় শিক্ষার্থী ও শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও ক্লাস হয় না। এক বর্ষের ক্লাস চললে আরেক বর্ষের শিক্ষার্থীদের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। শ্রেণীকক্ষগুলোর মাঝে পুরনো ভবনগুলোর অবস্থা করুণ। অধিকাংশ বিভাগেই টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। কলেজের প্রায় ২২ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র একটি পরিবহন বাস। এটিও বছরের অধিকাংশ সময় অচল থাকে।

বিশাল লাইব্রেরির জন্য কোনো গ্রন্থাগারিক নেই। প্রায় ২২ হাজার শিক্ষার্থীর বিপরীতে এ কলেজে বর্তমানে হলগুলোতে সিট রয়েছে মাত্র ৬৫৭টি। ছাত্রাবাসগুলোর মাঝে বুলবুল, জামাল আবেদীন ও আবুল মনসুর হলের অবস্থা খুবই করুণ। এগুলো বসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এ হলগুলোতে যেকোনো সময় জগন্নাথ হলের মতো ট্র্যাজেডি ঘটতে পারে।

সরকারি মুমিনুন্নিছা মহিলা কলেজেও সমস্যা প্রায় একই রকম। অর্থনীতি, রসায়ন ও ইংরেজিতে এ কলেজে শিক্ষক সংকট ভয়াবহ। অর্থনীতি ও ইংরেজি বিভাগের কয়েকজন ছাত্রী জানান, কলেজে প্রয়োজনীয় ক্লাস না পাওয়ায় তারা অনেকেই বাইরে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য হচ্ছেন। অনেকে কোচিং সেন্টারে যান। কলেজে বাইরের মেয়েই বেশি। কিন্তু এ কলেজের হোস্টেলের আসনসংখ্যা মাত্র ১২৬। হোস্টেলের সিট না পেয়ে অনেক মেয়েই বাইরে মেসে থাকেন। এতে মেয়েরা নানা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হন, অভিভাবকরাও দুশ্চিন্তায় থাকেন। কলেজে কর্মচারী সমস্যাও প্রকট। মোট ৩৪ জন কর্মচারীর মাঝে বর্তমানে কর্মরত আছেন মাত্র ১৫ জন।

মাধ্যমিক পর্যায়েও এ শহরের শিক্ষার চিত্র হতাশাজনক। এ শহরে ২০টির অধিক মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। কিন্তু এসব স্কুলের মাঝে অভিভাবকরা শুধু জেলা স্কুল ও সরকারি বালিকা বিদ্যাময়ী স্কুলে তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাতে চান। একসময়ে এ শহরে অনেক প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি স্কুল ছিল। কিন্তু এগুলো নানা সমস্যায় এবং অনিয়মের কারণে তাদের অবস্থানকে আজ ধরে রাখতে পারছে না। বিশেষ করে ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে এ শহরে এখন মাধ্যমিক পর্যায়ে ভালো স্কুলের খুবই অভাব।

জেলার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার চিত্রও খুব আশাব্যঞ্জক নয়। গত কয়েক বছর ধরেই ময়মনসিংহ জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ। অথচ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির ফলে এ হার কমে যাওয়ার কথা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, জেলায় প্রাথমিক [illegible] শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় [illegible] সরকারি বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা [illegible]